بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে নবনির্মিত বাইতুল ইকরাম মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ অক্টোবর, ২০২২ মোতাবেক ০৭ ইখা, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, তুমি বলো, 'আমার প্রভু ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়েছেন। আর (এ আদেশও দিয়েছেন) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদের মনোযোগ (আল্লাহ্‌র প্রতি) নিবদ্ধ রাখো এবং আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকো। তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে তোমরা (মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই) প্রত্যাবর্তন করবে। একদলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন এবং আরেকটি দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় এরাই আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং এরা নিজেদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে। হে আদমসন্তান! তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজ সৌন্দর্য (অর্থাৎ, তাকওয়ার পোশাক) অবলম্বন কর এবং আহার কর ও পান কর, তবে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০-৩২)

আজ আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে মসজিদ উদ্বোধনের সৌভাগ্য প্রদান করছেন। যদিও এর নির্মাণ কাজ কিছুকাল পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এখন হচ্ছে। এখানে মসজিদ হিসেবে প্রথমে একটি হল বানানো হয়েছিল, কিন্তু এখন আপনারা যথারীতি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এখন খুবই সুন্দর (ও) ভালো একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ধারণক্ষমতার দিক থেকেও এটি বেশ বড়। যারা এই মসজিদ নির্মাণে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে এই মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। আপনারা এই মসজিদ কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরেই বানিয়ে থাকবেন এটিই আমার বিশ্বাস। আপনারা মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করবেন'' –থেকে কল্যাণমণ্ডিত হোন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে নির্মিত মসজিদের প্রতি দায়িত্ব মসজিদ নির্মাণের পরই শেষ হয়ে যায় না, বরং মানুষ তখনই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির যোগ্য হয় যখন (সে) তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে, তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে, নিজের বয়আতের অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করে। আমরা সৌভাগ্যবান, কেননা আমরা যুগ-ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে মেনেছি। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানা এবং তাঁর হাতে বয়'আত করা আমাদের ওপর একটি

গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করে। তাঁর (আ.) হাতে বয়'আত করেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায় নি বরং কাজ পূর্বের চেয়ে বেড়ে গেছে। (সেসব কাজ যদি করি) আমরা কেবল তখনই সেসব পুরস্কারের ভাগীদার হবো যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। অতএব, আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে। এই মসজিদ আবাদ রাখা আমাদের দায়িত্ব। পরস্পর ভালবাসার পরিবেশে বসবাস করা আমাদের দায়িত্ব। সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা বিশ্ববাসীকে প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। অব্যাহত দোয়ার মাধ্যমে আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য। নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের সংশোধনের (বিষয়ে) চিন্তা করা আমাদের দায়িত্ব। তবেই আমরা মসজিদের প্রাপ্য অধিকারও যথাযথভাবে প্রদানে সক্ষম হবো। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **কোথাও ইসলামকে পরিচিত করাতে চাইলে (সেখানে) মসজিদ বানিয়ে দাও**। এই মসজিদ নির্মাণের কল্যাণে বাহ্যিকভাবে অত্রাঞ্চলে ইসলাম পরিচিতি লাভ করবে। কোন কোন প্রতিবেশী এসেছেন এবং তারা ভালো অভিমত প্রকাশ করেছেন। যদিও বর্তমানে অনেক মানুষের সমাগম, ভীড় এবং হৈচৈ, তা সত্ত্বেও কয়েকদিন আগে একান্ত (মসজিদ) সংলগ্ন একজন প্রতিবেশী সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন আর তিনি বলেছেন যে, আমরা আনন্দিত যে আমরা আপনাদের মতো প্রতিবেশী পেয়েছি। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখা উচিত আর অপ্রয়োজনীয় হৈচৈ ও হট্টগোল এখানে করা উচিত নয়। আইনের গণ্ডিতে থেকে সব কাজ করা উচিত। যাহোক, মসজিদের সাথে প্রতিবেশীরাও পরিচিত হবে আর এখানে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারীরাও জানতে পারবে। পরিচয়ের এই যে রাস্তা খুলেছে, এতে আপনাদের তবলীগের পথও সুগম হবে। অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হতে হবে এবং হওয়া উচিতও বটে। দুনিয়ার মানুষ যেন স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পায় যে, এই জগৎপূজারী সমাজে এমন মানুষও আছে যারা (এই) জগতে বসবাস করেও, জাগতিক কাজকর্ম করা সত্ত্বেও ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী এবং নিজেদের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সৃষ্টির কাজে আসে। এ বিষয়গুলো যখন জগৎপূজারীরা দেখে তখন তাদের মাঝে কৌতূহল জাগে আর এগুলোই ইসলাম প্রচারের পথ সুগম করে। কাজেই, এখন প্রত্যেক আহমদীকে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক প্রতিফলন হতে হবে। আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তাতেও মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন দায়িত্বের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর। ন্যায়বিচার করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কোন জাতির শত্রুতাও যেন তোমাদেরকে ন্যায় থেকে বিরত না রাখে। যে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীর মান এমন, তিনি অন্য কারো সম্পর্কে ভুল বা অন্যায় চিন্তা করতেই পারে না; কারো ক্ষতি করার তো প্রশ্নই উঠে না, বরং এমন মানুষ অন্যের উপকার করার সুযোগ খুঁজতে থাকবে। এমন অধিকার প্রদানকারী মানুষ নিশ্চয় সমাজে এক পুণ্য প্রভাব বিস্তার করে আর এই পুণ্য প্রভাবই পরে তবলীগের পথ উন্মুক্ত করে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার মু'মিনদের যারা মসজিদে আসে, তাদের সর্বপ্রথম মসজিদের বরাতে যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো, মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করো, আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ন্যায়বিচার করা। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে অন্যদের এবং শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচার করার আদেশ

দিচ্ছেন সেখানে আপনজনদের সাথে আমাদের কতবেশি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আমাদের বসবাস করা উচিত! অবস্থা এমন হলে এধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার স্নেহের দৃষ্টিও পড়ে। এমন মানুষ যখন নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের ইবাদত কবুল করেন। কিন্তু একজন মানুষ বাড়িতে তার স্ত্রীর সাথে যদি সদ্ব্যবহার না করে, সবসময় তাকে যদি তির্যক মন্তব্য ও খোঁটার লক্ষ্যে পরিণত করতে থাকে, এছাড়া সন্তানরা যদি তার বিষয়ে ভীতত্রস্ত থাকে আর সে নিজ কর্ম দ্বারা সন্তানদের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণ হয়, তাহলে এমন মানুষের জামাতী কাজ ও ইবাদত আল্লাহ্‌র সমীপে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা রাখে না। এই দ্বিমুখী আচরণের কারণে মানুষ নিজেকে বৈ অন্য কাউকেই ধোঁকা দেয় না।

অতএব যে ভেতরে ও বাহিরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী সে-ই প্রকৃত মু'মিন। ভেতর ও বাইরে যার কথা ও কাজ এক রকম তারাই সত্যিকার অর্থে মসজিদ আবাদ করার দাবি পূরণকারী। কেননা তাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে ভীত। কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো এই মানে উপনীত হওয়া। অন্যথায় কেবল মসজিদ বানানো এবং এখানে এসে নিজের মাথা থেকে তাড়াতাড়ি বোঝা নামানোর মত করে নামায পড়ে নেয়া কোনো গুরুত্ব রাখে না। কিন্তু মানুষ যখন এই মানে উপনীত হয় তখন সে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় হয়ে থাকে; তার পরিণতি শুভ হয়। কেননা সে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি বান্দার অধিকারও প্রদান করছে। অতএব এবিষয়ে কারো গর্ব করা উচিত নয় যে, **আমি অনেক নামায পড়ি, পাঁচবেলা মসজিদে আসি, জামা'তের কাজ করছি; আর এটি যথেষ্ট**। মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে বান্দার অধিকার প্রদান করে না সে আল্লাহ্‌র প্রাপ্যও প্রদান করে না**। অতএব আমাদের কোনো আত্মতৃপ্তিতে মগ্ন হওয়া উচিত নয়। সে–ই হলো সত্যিকার ইবাদতকারী এবং মসজিদ আবাদকারী যে নিজ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতি রেখে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলে। আবার আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় জোর দিয়ে বলেছেন, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী না মান, ধর্মকে শুধুই আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করে নিজের অবস্থার সংশোধন করার সর্বাত্মক চেষ্টা না কর এবং তওবা ও ইস্তেগফার করার প্রতি স্থায়ীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ না কর, তাহলে শয়তান তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয়ে তওবা ও ইস্তেগফার করার প্রতি স্থায়ীভাবে মনোনিবেশ কর। বর্তমানের এই বস্তুবাদী পরিবেশে তো এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তখনই সফলতা অর্জিত হবে আর তখনই একজন নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় আল্লার দরবারে উপস্থিত হতে সক্ষম হবে। মুসলমানদের অবস্থা বিকৃত হওয়ার ফলেই ইসলাম ধর্মের অধঃপতন শুরু হয়। যখন তারা ন্যায়বিচার ও ইবাদতকে লোকদেখানো বিষয় বানিয়ে নিয়েছে অথবা এর দাবি পূরণ করে নি তখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে তারা সুন্দর সুন্দর মসজিদ বানিয়েছে এবং বানাচ্ছে, কিন্তু সেগুলোতে ইবাদুর রহমান সৃষ্টি হয় নি। ইদানীং পাকিস্তানে তো আহমদীদের মসজিদ ভূপাতিত করার জোর তৎপরতা চলছে। এর কারণ (হিসেবে তারা বলে), আহমদীদের মসজিদগুলো যেন আমাদের মসজিদের মত না দেখায়, সেগুলোতে যেন মিনার না থাকে এবং সেগুলোতে যেন মেহরাব না থাকে। এ বিষয়েই তারা গর্ববোধ করে যে, **আহমদীদের ওপর আমরা নির্যাতন করছি;** অথবা তাদের মনগড়া ধারণা অনুসারে **আহমদীদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রতি বা এদিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি**। প্রথম যুগেও যেহেতু এই অধঃপতন ঘটেছিল আর তা

এজন্যই ঘটেছিল যে, মসজিদগুলো কেবল বাহ্যিকভাবে আবাদ ছিল। কোনো কোনো জায়গায় অল্প কিছু সংখ্যক খাঁটি মুসলমানও দৃষ্টিগোচর হতো, কিন্তু সার্বিকভাবে অধঃপতন বিরাজ করছিল। অবশ্য এগুলো হওয়ারই ছিল আর মহানবী (সা.)-ও এ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু এই অন্ধকার যুগের পর আলোর যে যুগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে এসেছে আর মহানবী (সা.)-এর যে নিষ্ঠাবান দাসের হাতে আমরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার এবং পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধ মেনে চলার অঙ্গীকার করে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাই যেভাবে আমি বলেছি, আমাদের অবস্থার প্রতি আমাদের অনেক মনোযোগ দিতে হবে। অ–আহমদীদের মসজিদের অবস্থা যেন আমাদের মসজিদগুলোর না হয়। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, **অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, পবিত্র কুরআনের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই বাকি থাকবে না, আর সে যুগের লোকদের মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আবাদ হলেও হেদায়েত শূন্য থাকবে। তাদের আলেমরা হবে আকাশের নীচে বসবাসকারী নিকৃষ্টতম জীব; তাদের মধ্যে থেকেই নৈরাজ্যের সূচনা হবে এবং তাদের মাঝেই ফিরে যাবে।** বর্তমানে আমরা এসব কিছুই অধিকাংশ মুসলমানদের মসজিদগুলোতে লক্ষ্য করছি। অতএব বর্তমানে আমরা যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করছি তা আমাদেরকে সতর্ক করে। এগুলোতে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নেই।

যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, শুধুমাত্র এ কথার ওপর জোর দেয়া হয় যে, **জামা'তের মসজিদগুলোর মিনার ভেঙে ফেল।** [তারা মসজিদ বলে না, বরং উপসনালয় (বলে)।] **এদের মেহরাব ভেঙ্গে ফেল।** এছাড়া ধর্মের আর কোনো সেবা তাদের নেই, কোনো ন্যায়বিচার নেই। যাহোক এ বিষয়গুলো আমাদের নিষ্ঠার সাথে মসজিদ এবং বান্দাদের অধিকার প্রদান করার রীতি শিখায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আয়াতগুলোর প্রথমটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "ইসলামের বাহ্যিক ও দৈহিক দিকটিতেও দুর্বলতা এসে গেছে। ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর সেই শক্তি ও প্রতাপ অবশিষ্ট নেই। আভ্যন্তরীণভাবেও সে বিষয় যা مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ এ শেখানো হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আভ্যন্তরীণভাবে ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আর বহিরাগত আক্রমণকারীরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা কুকুর এবং শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাদের উদ্দেশ্য ও সংকল্প হলো ইসলামকে ধ্বংস করা এবং মুসলমানদের বিনাশ করা। এখন খোদার কিতাব ব্যতীত এবং তাঁর সাহায্য ও উজ্জ্বল নিদর্শন ছাড়া তাদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা নিজ হাতে এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে এখন আমরা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীরা যদি বয়আতের দাবি পূর্ণ করে নিজেদের অবস্থাকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী সংশোধন না করি এবং নিজেদের অবস্থার ওপর সর্বদা দৃষ্টি না রাখি, তাহলে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব না যারা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের এযুগে নিজেদের বয়আতের দাবি পূরণ করার ছিল। আমরাই সেসব লোক যারা ইসলামের হারানো সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা খুবই ভয়ংকর চিত্র এবং বাস্তবে আমরা এমনটিই দেখি। বিশ্ববাসীকে আমাদের বলতে হবে, **তোমরা যারা ইসলাম**

এবং মুসলমানদের অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান কর এবং তোমাদের দৃষ্টিতে এরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট; কিন্তু স্মরণ রেখো! এরাই সেসব লোক যাদের শিক্ষার অনুসরণের মাঝে পৃথিবীর অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নির্ভরশীল। সুতরাং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়াবনত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করে জগদ্বাসীকে আমাদের পথ দেখানোর কাজ করে যেতে হবে। কোনো কোনো যুবক প্রশ্ন করে; এক যুবক প্রশ্ন করেছে, কীভাবে আমরা এমন লোকদের মোকাবিলা করতে পারি যারা আমাদের বিদ্রুপ করে। তাকে আমি বলেছিলাম, **আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি কর এবং এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক যে, বর্তমানে পৃথিবীর স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা আমাদের হাতেই নিহিত। কেননা আমরা সেই মসীহ্ মওউদ এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের অনুসারী, যাকে আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে জীবন দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। যাকে মহানবী (সা.)-এর আনীত শিক্ষাকে প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন। এখন তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলেই ইহকাল ও পরকাল সুন্দর-সুনিশ্চিত করতে পারবে। বিশ্ববাসীকে বলুন, তোমরা পার্থিব চাকচিক্য ও উন্নতিতেই আনন্দিত হয়ে যেও না। মৃত্যুর পরের জীবন চিরস্থায়ী জীবন আর সেখানে যদি মানুষ শূণ্য হাতে যায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে, এরপর তিনি কী ব্যবহার করবেন সেটা তিনিই ভালো জানেন।** কিন্তু একইসাথে এ বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, যদি জগদ্বাসীকে সকল খুঁটিনাটি তুলে ধরে সতর্ক করতে হয়, তাহলে আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজও যেন এই শিক্ষাসম্মত হয়। আমাদের ইবাদতের মান যেন উন্নত হয় আর আমাদের বান্দার অধিকার প্রদানের মানও যেন উন্নত হয়। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলাম এবং মুসলমানদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে আরো বলেন,

" ইসলাম যে বিষয়ের নাম, বর্তমানে তাতে পার্থক্য এসে গেছে। সমস্ত ঘৃণ্য চরিত্র ছেয়ে গেছে । অর্থাৎ যা উন্নত চরিত্র তা অধঃপাতে গিয়েছে, আর সেই নিষ্ঠা যার উল্লেখ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ– এ করা হয়েছে তা আকাশে উঠে গেছে। খোদার সাথে বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং খোদার ওপর ভরসা করা বিলুপ্তপ্রায়। এখন আল্লাহ্ তা'লা নবরূপে এই শক্তিমত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করার অভিপ্রায় গ্রহণ করেছেন।"

অতএব, আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কেননা ইসলামের এই অবক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থাকে শোধরানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষের সাথে আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি। অমুসলিম এবং ইসলাম বিরোধী লোকেরা যে ইসলামের ওপর আক্রমণ করেছে আর এই সুমহান ধর্মকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করেছে- এতে মুসলমানদের নিজেদেরও হাত ছিল। মুসলমানরা যদি বিকৃতির শিকার না হতো তাহলে শত্রু কখনো এভাবে ইসলামের ওপর আক্রমণ করার সাহস পেত না। কিন্তু আজ আমাদেরকেই খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার উন্নত মার্গে উপনীত হতে হবে; যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন। আমাদেরকেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে, আমাদেরই সবদিকে ভালোবাসার বিস্তার করতে হবে এবং ঘৃণা দূর করতে হবে। আমাদেরই মাঝে খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকা উচিত, কেননা প্রত্যেকটি কাজের বিধায়ক হলেন আল্লাহ তা'লা, আর ইসলামই এখন বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; আর এজন্য আমাদের সবধরনের শক্তি-সামর্থ্য ও গুণাবলীকে কাজে লাগাতে হবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুলতানে নাসীর তথা সাহায্যকারী হতে হবে। এটি খোদা তা'লা নির্ধারিত তকদীর, খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর যেসব কাজ ন্যস্ত করেছেন এবং যেসব

প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছেন তা তো ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমরা যদি এ কাজে সহযোগিতা করি তাহলে আল্লাহ তা'লার কৃপারাজি অর্জনকারী হবো। আমরা যদি অগ্রসর না হই তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোন জাতিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করবেন; কিন্তু এ কাজ অবশ্যই হবে।

অতএব, আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং যেখানে যেখানে ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা উচিত। কী কী দুর্বলতা আছে যেগুলোকে দূর করতে হবে– এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"বর্তমান যুগে লোকদেখানো কাজ, আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, (এটিও একপ্রকার অহংকার;) আত্মম্ভরিতা তথা নিজেকেই সব কিছু মনে করা, অহংকার, বড়াই, দম্ভ প্রভৃতি বাজে অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে আর 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দীন' প্রভৃতি যেসব উত্তম গুণাবলী ছিল তা আকাশে উঠে গেছে। খোদা-নির্ভরতা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিলুপ্তপ্রায়। এখন খোদার অভিপ্রায় হলো, (নতুনভাবে) যেন এসবের বীজ বপিত হয়।"

অতঃপর তিনি বলেন, "এসব অপকর্ম এখন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুণ্যকর্ম বিলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যিনি আপন বান্দাদের প্রতি অতি কৃপালু, তিনি বান্দাদের বিনষ্ট বা ধ্বংস করতে চান না। তিনি এখন এই ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, পুণ্যকর্ম যেন বৃদ্ধি পায় আর অপকর্ম বিলিন হয়ে যায়। অতএব, আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই মিশন বাস্তবায়নের জন্য আমরা কি নিজেদের ভূমিকা পালন করছি? আমরা কি অপকর্ম নির্মূলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছি? আমরা কি পুণ্যকর্মসমূহ অবলম্বনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করছি? ইবাদতের উন্নত মার্গ অর্জন করার জন্য আমরা কি যথাযথ চেষ্টা করছি? পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্যও খোদা তা'লার কৃপাতেই লাভ হয়। যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে না থাকি যা মূলত ইবাদতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে, এমন ইবাদত যা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়; নিছক নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পূরণের জন্য নয়; এমনটি হলে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিরর্থক বা সেসব বিষয় অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা বৃথা।" অতএব, খুবই গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত, নিজের কাজ-কর্ম নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী করা প্রয়োজন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"কর্মের জন্য শর্ত হলো নিষ্ঠা। যেমনটি তিনি বলেছেন, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ। এই নিষ্ঠা সেই লোকদের মাঝে থাকে যারা আবদাল বা পরিবর্তিত মানুষ হয়ে থাকেন।" তিনি (আ.) বলেন, "ভালোভাবে স্মরণ রাখ, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার হয়ে যায় খোদা তা'লা তার হয়ে যান।" সুতরাং এটি সেই রহস্য যা আত্মস্থ করা প্রয়োজন। আমরা নিজেরা খোদা তা'লার অধিকার আদায় না করেই বলে দেই, **খোদা তা'লা আমাদের দোয়া শুনেন না**; কিছু লোকের এ অভিযোগও হয়ে থাকে। আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন, আমরা খোদা তা'লার কতটুকু অধিকার আদায় করতে পেরেছি? আল্লাহ্ তা'লা এতটাই কৃপালু যে, আমাদের অগণিত ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বত্ত্বেও আমাদেরকে স্বীয় দানে ধন্য করে চলেছেন। সুতরাং আমাদের এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, আমরা খোদা তা'লার অধিকার কীভাবে আদায় করতে পারি। আল্লাহ তা'লার সবচেয়ে বড় প্রাপ্য হলো, তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করা। মসজিদ আমরা তৈরী করেছি, এখন এর অধিকার আদায় করুন; এতে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদতের জন্য

আসুন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি ইবাদতের জন্য জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি। হ্যাঁ, এই ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে স্থায়ী ও পরম আত্মসমর্পণের চেতনা নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া ব্যক্তিগত গভীর ভালোবাসা ছাড়া সম্ভব নয়। আর ভালোবাসা বলতে একতরফা ভালোবাসাকে বুঝায় না, বরং স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের ভালোবাসাকে বুঝায়। যেন বজ্রের আগুনের ন্যায় যা মৃত্যুবরণকারী মানুষের উপর পতিত হয় এবং যা তখন মানুষের ভিতর থেকে নির্গত হয়ে মানবীয় দুর্বলতাগুলোকে ভস্মিভূত করে দেয় এবং উভয়ে মিলিতভাবে পুরো আধ্যাত্মিক সত্তাকে করায়ত্ত করে নেয়।"

অতএব স্থায়ী মনোযোগের সাথে নিবিষ্ট চিত্তে নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করতে হবে। আর তা তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা থাকবে, এমন গভীর ও একান্ত ভালোবাসা যা আর কারো সাথে থাকে না। তখন আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা এবং মানুষের আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা এমন ফল বয়ে আনে যা এক বিপ্লব সাধন করে।

যারা সামান্য দোয়া করে ক্লান্ত হয়ে যায় বা যারা দোয়ার দর্শন জানতে চায়, যারা খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, তাদের এই উদ্ধৃতির প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। কেবল প্রয়োজনের সময়ই আল্লাহ্ ত'লার দরজায় হাত পাতার জন্য যাবেন না, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক ব্যক্তিগত ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। এমনটি করলে আল্লাহ্ তা'লা সেই মানুষকে ভালোবাসেন। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের আদেশাবলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্‌র রসূলকে ভালোবাসাও আবশ্যক এবং ভালোবাসার আবেগ নিয়ে আনুগত্য করতে হবে। এরপর আল্লাহ্ ত'লার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই উভয় ভালোবাসা যদি একত্রিত হয়, তখন যেমনটি তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ ত'লার কৃপারাজির এমন বারিধারা বর্ষিত হয় যা মানুষের চিন্তাচেতনার ঊর্ধ্বে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় বলেন, যেহেতু মানুষ প্রকৃতিগতভাবে খোদা তা'লার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, তাই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রকৃতিতেই কিছু না কিছু (অংশ) নিজের জন্য অন্তর্নিহিত রেখেছেন। আর গুপ্ত থেকে গুপ্ততর উপকরণ দ্বারা তাকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, খোদা তা'লা তোমাদের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য এটি নির্ধারণ করেছেন যে , তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবে। কিন্তু যারা নিজেদের এই প্রকৃত ও স্বভাবগত উদ্দেশ্যকে পরিত্যাগ করে জীবজন্তুর ন্যায় কেবল পানাহার এবং নিদ্রা যাপনকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, তারা খোদা তা'লার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় আর তাদের জন্য খোদা তা'লার কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। যে জীবনের তিনি দায়িত্ব নেন তা হলো, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আয়াতের ওপর ঈমান আনয়ন করে যে জীবনের মোড় পরিবর্তন করে নেয়, অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে এর ওপর আমল করে এবং ইবাদতকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও ধ্যানজ্ঞান বানিয়ে নেয়। তিনি (আ.) বলেন, মৃত্যুর কোনো ভরসা নেই। তোমরা এ বিষয়টি অনুধাবন কর। তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পেছনে খোদা তা'লার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তোমরা তাঁরই হয়ে যাবে। এই বস্তুজগৎ যেন তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমি এ বিষয়টি বারবার এজন্য বর্ণনা করি যে, আমার মতে একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, অথচ এটি থেকেই সে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। আমি এটি চাই না যে, তোমরা জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য পরিত্যাগ কর আর স্ত্রী-

সন্তানকে পরিত্যাগ করে কোনো জঙ্গলে অথবা পাহাড়ে গিয়ে বসে পড়। ইসলাম এটিকে বৈধ জ্ঞান করে না। জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্যও কর, স্ত্রী-সন্তানদের অধিকারও প্রদান কর, এটিই ইসলামের শিক্ষা। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম তো মানুষকে কর্মঠ, চৌকস ও সোচ্চার দেখতে চায়। এজন্য আমি বলব, তোমরা পুরো চেষ্টা ও সাধনার সাথে ব্যবসাবাণিজ্য কর। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যার জায়গা-জমি রয়েছে, সে যদি তা যথাযথ চাষাবাদের চিন্তা না করে তবে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং কেউ যদি এর এই অর্থ গ্রহণ করে যে, সে জাগতিক কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেবে- তবে সে ভুল করে; এমনটি করা উচিত নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, এটি নিশ্চিত করা যে, এ সকল ব্যবসাবাণিজ্য যা তোমরা করে থাক তার পেছনে উদ্দেশ্য যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি হয়, আর তাঁর অভিপ্রায় থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের স্বার্থ এবং ভাবাবেগকে প্রাধান্য দিও না। সুতরাং এটি অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনার বিষয়।

তিনি অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে বলছেন, আমি বারবার এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এ বিষয়টি ভুলে যেও না যে, তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? যদি আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবী করে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুলে যাই তবে আমাদের বয়আত মূল্যহীন, আমাদের বুলি ফাঁকা। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ করা আবশ্যক। ভাবুন, আত্মজিজ্ঞাসা করুন এবং চিন্তা করুন যে, পুরো দিনে কত মিনিট খোদা তা'লার ইবাদতে ব্যয় করে থাকেন। কয়েক মিনিটে নামায আদায় করে, আর তা-ও কিছু বুঝে আর কিছু না বুঝে (আদায় করে) আমরা কি আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হব? খোদা তা'লা আমাদেরকে জাগতিক কাজ করতে নিষেধ করেন না, বরং একজন প্রকৃত মু'মিনের কাছে তার কাজে-কর্মে, ব্যবসায়, কৃষিতে সাফল্যের পরম মার্গে পৌঁছার আশা রাখেন। কিন্তু পাশাপাশি এটিও বলেন যে, এ জাগতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে যেও না। নিজ নামাযের সুরক্ষা করবে। মসজিদ নির্মাণ করেছ- ভালো কথা, কিন্তু এর বাহ্যিক সৌন্দর্যে গর্বিত হয়ে যেও না, বরং এর প্রকৃত সৌন্দর্য যা সত্যিকারের ইবাদতকারীদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়- সেদিকে দৃষ্টি দাও। তাকওয়ার পথে অগ্রসর হও এবং তাকওয়ার মান অর্জন করার চেষ্টা কর। যখন তা অর্জিত হবে তখন তোমরা নিজেদেরকে প্রকৃত ইবাদতকারী বলতে পারবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রকৃত ইবাদতকারীদের কাজ হলো, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা। এজন্য নামায আদায়কারীদের জন্য সার্বজনীন নির্দেশ হচ্ছে নিজ পোষাক পরিচ্ছন্ন রাখ ও প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযু কর, কেননা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। ওযু করলে মানুষ এমনিতেও সতেজ-সজাগ হয়ে যায় এবং নামাযে সঠিক মনোযোগ থাকে।

অতঃপর নামাযের নির্দেশের পাশাপাশি একটি নির্দেশ এটিও রয়েছে যে, পানাহার কর কিন্তু অপচয় করো না। এর একটি সাধারণ অর্থ হলো, সুষম খাবার খাওয়া। একজন মুমিন পানাহারে বাড়াবাড়ি করে না। আর বাড়াবাড়ি না করায় তার স্বাস্থ্যও ঠিক থাকে আর ইবাদতও সঠিকরূপে হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ এটিও যে, প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পানাহার করা আর ঘুমিয়ে থাকা নয়, কেননা এটিকে আল্লাহ্ তা'লা (নিম্ন প্রজাতির) জীব-জন্তুর বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। আমি মাত্রই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি পড়েছি, তাতেও তিনি (আ.) সুস্পষ্ট করেছেন যে, এটি জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য। এটিকে যদি আরো বিশ্লেষণ করেন তাহলে এর অর্থ এটিও সামনে আসে যে, শুধুমাত্র জাগতিক কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ো না বা পড়ে থেকো না, বরং নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অনুধাবন কর। একজন প্রকৃত বান্দা জাগতিক কাজও করে, কিন্তু তাতে সে এতটা নিমজ্জিত হয় না যে, নামায পড়ার বা নামাযের সময়ের চেতনা হারিয়ে বসবে। বরং নামাযের সময় তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়া উচিত যে, এখন আমার জাগতিক কাজের সময় শেষ, আমাকে এখন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হতে হবে। নামায আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য আদায় করে পড়তে

হবে। এমন নয় যে তাড়াহুড়ো করে পড়ে নিল; বরং গুছিয়ে, সুন্দর করে পড়তে হবে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যর সাথে সাথে নিজ হৃদয়ও তাকওয়ার অলংকারে সুসজ্জিত করতে হবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের পানাহারের অনুমতি রয়েছে, প্রত্যেক পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তা বৈধ। ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাগতিক কাজকর্ম করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এসব বিষয় যদি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, মসজিদে যাবার ও ইবাদত করার কথা তোমাদের ভুলিয়ে দেয়- তবে তা সীমালঙ্ঘন; আর আল্লাহ্ তা'লা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। লোকে বলে, **পাঁচবেলা নামায ফরয করে দিয়েছেন– এ কেমন কথা! বর্তমান যুগে এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ! মানুষ পাঁচবেলা নামায পড়ার জন্য কাজ থেকে কীভাবে বিরতি নেবে?'** আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি কঠিন কাজ নয়, বরং তোমাদের শুধুমাত্র জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা করা এবং খোদাকে ভুলে যাওয়া হলো সীমালঙ্ঘন; আর এই সীমালঙ্ঘন তোমাদেরকে ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে নিয়ে যাবে। কোনো মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে গেলে তার আর কিছুই বাকী থাকে না। সে দাবি করতে পারে যে 'আমি মুসলমান, আমি আহমদী, আমি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশানুসারে যুগের ইমামের হাতে বয়আত করেছি,' কিন্তু তার কর্মকাণ্ড তাকে আল্লাহ্ তা'লার বিরাগভাজন করছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত **ভারসাম্যপূর্ণ** শিক্ষা দিয়েছেন যে, জাগতিক আয়-উপার্জনও কর, কিন্তু ধর্মকেও সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখ, এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করো না। প্রকৃত মু'মিন সে-ই যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়, আর যখন একজন মানুষ প্রকৃতই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য রিযকের নিত্য-নতুন সব পথ উন্মুক্ত করে দেন এবং তার কাজকর্মেও বরকত দান করেন। সুতরাং যে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করে এবং নিজের জীবন আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধসম্মত করে, নিজের ইবাদতসমূহে উন্নত মান অর্জনের জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার জাগতিক চাহিদাও পূর্ণ হয়ে যায়। জাগতিক কামনা-বাসনা একটি ক্রমবর্ধমান বিষয়, আর যদি তা বেড়ে যায় তবে তা এমন এক আগুন যা কখনো নির্বাপিত হয় না। মানুষ যদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে এসব জাগতিক কামনা-বাসনার আগুন (সবসময়) প্রজ্জ্বলিত হবার আশংকা থাকে না। এই আগুন এমন যা কখনো নিভে না, মানুষ এতে ভস্মিভূত হয়ে যায় আর পরজীবনে তার কিছুই লাভ হয় না।

মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ সেসব মানুষই আবাদ করে যারা খোদা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে। সুতরাং আমাদেরকে সেসব বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যারা মসজিদ আবাদকারী। মসজিদ আবাদকারীদের চিহ্ন হলো, তারা এক নামায শেষে পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকে যে 'কখন সময় হবে এবং আমরা নামাযে যাব!' সুতরাং এটি হলো মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে। মসজিদ আবাদ করতে হবে এবং জানতে হবে কীভাবে আমরা তা আবাদ করতে পারি!

সুতরাং এই মসজিদ নির্মাণের পর এটিকে আবাদ করার দায়িত্ব স্থানীয় লোকদের; আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করার, নিজের সংশোধন করার ও নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও খোদা তা'লার সাথে যুক্ত করার উপায়। নতুবা বর্তমান যুগের চাকচিক্য আমাদের সন্তানদের ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাবে। তাই শৈশব থেকেই তাদের মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করা ও ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। এটি বাবা-মা উভয়েরই দায়িত্ব। সেইসাথে একথাও স্মরণ রাখবেন, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, মসজিদ নির্মিত হবার ফলে ও এখন উদ্বোধন হবার ফলে জামা'তের পরিচিতি আরও বাড়বে; মসজিদ এবং ইসলামের পরিচিতি বাড়বে, ফলে তবলীগের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে এবং গণসংযোগও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোও প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"বর্তমানে আমাদের জামা'তের জন্য অনেক মসজিদের প্রয়োজন। এটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ঘর। যে গ্রাম বা শহরে আমাদের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হবে, ধরে নাও সেস্থানে জামা'তের উন্নতির ভিত রচিত হয়ে গিয়েছে। তবে শর্ত হলো, মসজিদ প্রতিষ্ঠায় উদ্দেশ্য আন্তরিক হওয়া। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে যেন (মসজিদ নির্মিত) হয়।"

সুতরাং যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জামা'তের উন্নতির ভিত রচিত হয়ে গিয়েছে। যদি এখানকার আহমদীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা আন্তরিক হয় এবং ইবাদতের মান সুউচ্চ হয়, তবে ইনশাল্লাহ আপনারা ধরে নিতে পারেন যে এখানে জামাতের উন্নতির ভিত এখন রচিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং নিজেদের ইবাদত এবং নিষ্ঠার মানকে উন্নত করুন। পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও এই নিষ্ঠা এবং দোয়ার তাৎপর্য ও ইবাদতের গুরুত্ব সৃষ্টি করতে থাকুন, তাহলে আমরা এই পার্থিব জগতের প্রতি আসক্ত লোকদের মাঝেও এক বিপ্লব সাধিত হতে দেখব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"মসজিদের আসল সৌন্দর্য এর বাহ্যিক নির্মাণশৈলির সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং সেই নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত যারা নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করে।"

আল্লাহ্ তা'লা সকলকে সুযোগ দিন যেন তারা আন্তরিকতার সাথে নামায আদায় করতে পারে এবং এই মসজিদ আবাদ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া ও ইবাদতকে কবুল করুন। (আমীন)